ঝিনাইদহে এক মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সেনা পরিবারকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা

ঝিনাইদহে সদর উপজেলার ফুরসন্দি গ্রামে অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য হাফিজুর রহমানের জমি জায়গা দখল, চাঁদাদাবী, জমির গাছ কেটে নেওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের ভয় ভীতি দেখিয়ে পরিবারকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা করার অভিযোগ উঠেছে গ্রামের একটি প্রভাবশালী মহলের বিরুদ্ধে।

পরিবারটি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ, গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, এমনকি থানায় অভিযোগ জানিয়েও কোন প্রতিকার পাচ্ছেন না। পরিবারটি এখন কার্যত গ্রামের ঐ প্রভাবশালী মহলের দ্বারা একঘরে ও অবরুদ্ধ হয়ে আছে। আশে পাশের কাউকে তাদের বাড়ীতে যেতে দেওয়া হয়না, কেউ তাদের পক্ষে স্বাক্ষি দিতে চাইলে তাকে নানা ভাবে হুমকী ধমকী ও ভয় ভীতি দেখানো হয়।

খবর পেয়ে গণমাধ্যম কর্মীরা তার বাড়িতে গেলে তাদের নিকট এসব অভিযোগের কথা বলেন মুুক্তিযোদ্ধা সাবেক সেনা সদস্য হাফিজুর রহমান, তার স্ত্রী রোকেয়া বেগম এবং মেয়ে শাহানাজ পারভীন।

বয়সের ভারে নুইয়ে পড়া এই মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুর রহমান কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেন, যৌবনের মুল্যবান সময় যখন সেনা বাহিনীতে দেশের জন্য কাটিযেছি তখন অর্থের লোভ করেনি এখনো নেই অতি কষ্ঠে ছেলে মেয়েদের মানুষ করেছি। বাড়িঘর কিছুই করতে পারিনি এখনো মাটির ঘরে থাকি। মুক্তিযোদ্ধার ভাতা আর পেনশানের টাকা দিয়ে চলে সংসার। ছেলে মেয়েরা সবাই যার যার সংসার নিয়ে ব্যস্ত, ছেলে গ্রামে থাকলে তাকেও নানা ভাবে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে হয়রানির চেষ্টা করা হয়।

এর আগে ঈদগাহ নির্মাণ কালে ৪শতক জমি জোর করে দখল করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন ঐ জমিতে যেসব গাছ পালা ছিল তাও কেটে নেওয়া হয়েছে। বাড়ির আশেপাশে ময়লা ফেলে রাখা হয়, বাড়ির পাশে এসে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজসহ বিভিন্ন ধরনের অঙ্গ ভঙ্গি করে থাকে ঐ প্রভাবশালী মহলের উস্কানীতে। মোটা অংকের চাঁদা দাবি করায় একই গ্রামের বাবর আলী ছেলে মধু এবং মোহন, ও অশ্বিন কুমারের ছেলে উৎপলের বিরুদ্ধ আদালতে মামলা করেছে ভূক্তভোগি মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুর রহমান। যার

নং জিআর ২১২/২২১ তারিখ ১৬/০৪/২০২১ইং।

পুলিশ তাদের গ্রেফতার করলে গ্রামের কিছু প্রভাবশালীরা তাদের আবার হুমকী ধমকী দিচ্ছে এবং তাদের কে একঘরে করে অবরুদ্ধ করে রখেছে বলে তারা জানান। এই বিষয়ে নিরাপত্তার জন্য মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুর রহমানের মেয়ে শাহানাজ পারভীন হালিম, কামাল কাজী, সোনালী কাজী, জসিম ও জায়েদাসহ গ্রামের বেশ কয়েকজনের বিরদ্ধে ঝিনাইদহ সদর থানায় সাধারণ ডায়েরী করেন। এবিষয়ে অভিযুক্ত হালিম ও কামাল কাজী সহ গ্রামে কিছু লোক জানান ঘটনা আদৌও সত্য না আমরা কখনো তাদের হুমকী ধমকী বা চাঁদা দাবী করি নাই।

ঈদগাহ মাঠে তাদের জমি আছে এটা সত্য আমরা তাদের জমি বিক্রি করার জন্য অনুরোধ করলেও তারা সেটা শুনেন না। তবে তাদের কোন গাছ পালা জোর করে কেটে নেওয়ার অভিযোগ অশ্বিকার করেন। বিষয়টি নিয়ে ফুরসন্দি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এ্যাড. আব্দুল মালেক মিনা জানান মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুর রহমান কে আমি ব্যক্তিগত ভাবে চিনি। আমি শুনেছি তার পরিবার সাথে গ্রামের কাউকে মিসতে দেওয়া হচ্ছেনা এক ঘরে করে রাখা হয়েছে । বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখ জনক যারাই এর সাথে জড়িত থাকনা কে তাদের কাজটি ঠিক হচ্ছেনা বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিষয়টি শুরাহা করার চেষ্ঠা করে যাচ্ছি বলে তিনি জানান।

এবিষয়ে ভুক্তভোগী মুক্তিযোদ্ধা সাবেক সেনা হাফিজুর রহমানের পরিবার ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাসহ প্রভাবশালী কচক্রী মহলকে আইনের আওতায় আনার দাবী জানান।

গাংনীতে চাপাতির কোপে বাজার কমিটির সাবেক সভাপতি মানিকসহ

তিন জন জখম

প্রকাশ্য দিবালোকে চাপাতি দিয়ে উপর্যুপরি কুপিয়ে জখম করা হয়েছে মেহেরপুরের গাংনী বাজার কমিটির সাবেক সভাপতি হাফিজুর রহমান মানিক ও তার ছেলেসহ তিন জনকে। তুচ্ছ ঘটনায় আজ শনিবার দুপুরে গাংনী বাজারের এসএম প্লাজায় এ ঘটনাটি ঘটে। মুমূর্ষ অবস্থায় আহতদেরকে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়। নৃশংস এ হামলা চালিয়ে আত্মগোপন করেছে ব্যবসায়ী হেলাল উদ্দীন ও তার লোকজন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, এসএম প্লাজার সাথী গার্মেন্টস এর মালিক হেলাল উদ্দীন ও তার ভাই বেলাল হোসেন এক কর্মচারীকে মারধর করে। বিষয়টির প্রতিবাদ করেন একই মার্কেটের চশমা ব্যবসায়ী ও বাজার কমিটির সাবেক সভাপতি হাজিজুর রহমান মানিক। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে হেলাল ও তার ছোট ভাই বেলাল ও ভাতিজা সাবরি হোসেনসহ তাদের লোকজন মানিকের উপরে হামলা চালায়। চাপাতি দিয়ে উপর্যপরি কোপাতে থাকে। তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে তার ছেলে সোহান ও স্বপনসহ কয়েকজন ব্যবসায়ী। তাদেরকেও কুপিয়ে জখম করা হয়। ব্যবসায়ীদের প্রতিরোধের মুখে পালিয়ে যায় হামলাকারীরা। এসময় আহত তিন জনকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। তবে মানিক ও তার ছেলের শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় কুষ্টিয়া মেডিকেলে রেফার করা হয়েছে।

গাংনী হাসপাতাল সুত্রে জানা গেছে, মানিকের মুখ, হাতসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের গুরুতর কোপ রয়েছে। এতে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আহতদের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।
হামলাকারী হেলাল ও বেলাল গাংনী মাইলমারি গ্রামের খোকা মিস্ত্রীর ছেলে। দীর্ঘদিন যাবৎ গাংনী বাজারে গার্মেন্টস ও সীট কাপড়ের ব্যাবসা করেন।

এদিকে খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি দল মার্কেট বন্ধ করে দেয়। মার্কেটের সামনে থাকা হামলাকারীদের একটি প্রাইভেট কার জব্দ করে পুলিশ। হামলাকারীদের আটকের জোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানান গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বজলুর রহমান।

নেচে-গেয়ে লাশ দাফনের পর ভণ্ডপীর শামীমের আরেক ভিডিও ভাইরাল

ঢোল-টগর বাজিয়ে নেচে-গেয়ে অনুসারীদের নিয়ে এক কিশোরের লাশ দাফনের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে এবার কথিত ভণ্ডপীর শামীমের আরেকটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে।

ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ভণ্ড শামীম আয়েশি ভঙ্গিতে ফুলের মালা গলায় দিয়ে চেয়ারে বসে আছেন। চারদিক থেকে তাকে ঘিরে রেখে নারী-পুরুষরা নেচে-গেয়ে ‘হরে হরে, হরে হরে, হরে শামীম, হরে শামীম’ বলে সবাই চিৎকার করছেন। শামীম একটি বড় গামলায় দুই পা দিয়ে রেখেছেন। আর ভক্তরা দুধ দিয়ে তার পা ধুয়ে দিচ্ছেন, কেউবা চুমু খাচ্ছেন। কেউ কেউ আবার হামাগুড়ি দিয়ে পায়ে মাথা ঠুকে তাকে সিজদা করছেন।

মোবাইল ফোনে ধারণকৃত দুই মিনিট এক সেকেন্ডের এই ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এ নিয়ে আবারও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের পশ্চিম-দক্ষিণ ফিলিপনগর গ্রামে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়েছে। বইছে সমালোচনার ঝড়। এতে স্থানীয়দের মাঝে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

স্থানীয় সংসদ সদস্য, ইউপি চেয়ারম্যানসহ এলাকার সাধারণ মানুষ অবিলম্বে এসব ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড বন্ধের পাশাপাশি ভণ্ড শামীমের বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

এর আগে গত ১৬ মে রাতে পশ্চিম-দক্ষিণ ফিলিপনগর গ্রামের মহাসিন আলীর কিশোর ছেলে আঁখি (১৭) ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। মহাসিন আলী ওই গ্রামের কথিত ভণ্ডপীর শামীমের অনুসারী হওয়ায় ছেলের মরদেহ তার হাতে তুলে দেন। ওইদিন রাতে শামীম তার অনুসারীদের নিয়ে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে নেচে-গেয়ে আঁখির মরদেহ দাফন করেন। স্থানীয় মুসল্লিরা এর তীব্র বিরোধিতা করলেও শামীম ও তার অনুসারীরা কর্ণপাত না করেই তাদের রীতি মেনে মরদেহ দাফন করেন। নেচে-গেয়ে মরদেহ দাফনের ওই ভিডিও মোবাইলে ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছেড়ে দিলে তা ভাইরাল হয়।
কে এই শামীম?

শামীমের পুরো নাম মো. শামীম রেজা। তার বাবা মৃত জেসের মাস্টার ছিলেন স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। তার বড় ভাই শান্টুও স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন।

শামীম পশ্চিম-দক্ষিণ ফিলিপনগর গ্রামের ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ১৯৮৪ সালে ফিলিপনগর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করেন। কুমারখালী ডিগ্রি কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ভেড়ামারা কলেজ থেকে বি কম পাস করে পরবর্তীতে ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে এম কম পাস করেন।

পড়ালেখা শেষ করে ঢাকার জিনজিরা এলাকায় একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেন শামীম রেজা। পরবর্তীতে ওই চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঢাকার কেরানীগঞ্জের গোলাম-এ-বাবা কালান্দার জাহাঙ্গীর সুরেশ্বরীর মুরিদ হন এবং খাদেম হিসেবে সেখানে বসবাস শুরু করেন।
কথিত পীর গোলাম-এ-বাবা কালান্দার জাহাঙ্গীর সুরেশ্বরীর মুরিদ হওয়ার পর থেকে শামীম পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। পরিবারের সদস্যরা অনেক খোঁজাখুজি করেও শামীমের সন্ধান লাভে ব্যর্থ হন।

২০০৭ সালে শামীম বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু সে বিয়ে দুই-তিন মাসের বেশি টেকেনি। প্রায় বছর দুয়েক আগেই হঠাৎ করেই শামীম নিজ গ্রাম ইসলামপুর ফিরে আসেন এবং তার বাড়িতেই আস্তানা গড়ে তোলেন। যে শামীম এক সময় জিন্সের প্যান্ট-গেঞ্জি পড়ে ঘুরে বেড়াতেন, এলাকায় ফিরে আসার পর দেখা যায় শামীমের মুখে লম্বা দাঁড়ি। গেরুয়া- পাঞ্জাবি পরা। পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া প্রায় দুই বিঘা জায়গা নিয়ে শামীম বসবাস শুরু করেন। সেখানেই তার আস্তানা।

স্থানীয়রা জানান, শামীম এবং তার অনুসারীরা পুরোপুরি নাস্তিক। তারা ইসলাম ধর্ম, আল্লাহ, নবী-রসুল কোনো কিছুকেই বিশ্বাস করে না।
শামীমের আস্তানায় দিনরাত সব সময় কমবেশি লোকজন আসা যাওয়া করতে দেখা যায়। ফকির-সাধু ভেবে এলাকাবাসী এতোদিন তাকে গুরুত্ব দিতো না। কিন্তু দিন দিন শামীমের আস্তানায় তরুণ-তরুণী, নারী-পুরুষ, শিশু থেকে সব বয়সী মানুষের আনাগোনা বাড়তে থাকে।
প্রায় রাতেই আস্তানায় ঢোল-ডগর বাজিয়ে অশ্লীল নাচ-গানের আসর বসতে দেখা যায়। গান-বাজনার পাশাপাশি চলে গাঁজা-ইয়াবা সেবনের আসর।

বছরে দু-একবার শামীমের আস্তানায় ওরশ বসে। তার শত শত ভক্ত-অনুসারীরা এখানে ভিড় জমান। অনেকটা হিন্দুরীতিতে নেচে-গেয়ে তারা শামীমের নাম যপ করতে থাকেন।

এলাকাবাসী জানান, শামীমের ভক্ত-অনুসারীদের বেশিরভাগই অল্প বয়সী তরুণ-তরুণী। শামীম নিজে এবং তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন অনুসারী অশিক্ষিত এবং অল্প শিক্ষিত মানুষজনকে মগজ ধোলাই করে শিষ্যত্ব লাভে বাধ্য করেন। প্রায় দুই বছর ধরে তার আস্তানায় নাচ-গানসহ অশ্লীল এবং ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড চললেও মূলত গত ১৬ মার্চ আাঁখি নামের এক কিশোরের লাশ ঢোল-তবলা বাজিয়ে নেচে-গেয়ে দাফন করার পর থেকে শামীম সবার আলোচনায় চলে আসেন।

ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী নেচে-গেয়ে ঢোল-ডগর বাজিয়ে মরদেহ দাফন করা থেকে শুরু করে একের পর এক ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডের কারণে ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছে ইসলামপুর গ্রামের মানুষ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে শামীমের একের পর এক ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডের ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় এ নিয়ে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের মাঝে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।
দৌলতপুর উপজেলা যুবলীগের ১নং যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম কবিরাজ বলেন, ‘নেচে-গেয়ে ঢোল-ডগর বাজিয়ে লাশ দাফন করার পরের দিন আমরা স্থানীয় মসজিদের ইমামসহ এলাকাবাসী ইউএনও এবং ওসির কাছে গিয়েছিলাম। তারা আমাদের আইন হাতে তুলে না নিয়ে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিষয়টি মোকাবিলা করার কথা জানিয়েছেন।’

ফিলিপনগর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ফজলুল হক কবিরাজ বলেন, ‘শামীম একজন ভণ্ড। ইসলামের নাম নিয়ে সে যেসব অপকর্ম করছে একজন মুমলমান হিসেবে তা কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না।’ প্রশাসন যা বলছে

ভণ্ডপীর শামীম প্রসঙ্গে কথা হয় কুষ্টিয়া-১ দৌলতপুর আসনের আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য আ ক ম সারোয়ার জাহান বাদশার সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘শামীম আর আমার ওয়ার্ড একই ৬নং ওয়ার্ডের। আমরা একই গ্রামের মানুষ। প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় শামীম নিখোঁজ ছিল। ইসলামের নামে সে আস্তানা বানিয়ে যা করছে তা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।’

‘শামীমের বাবা এবং বড়ভাই স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। একসময় তারা খুবই ভদ্র পরিবার হিসেবে এলাকায় পরিচিত

ছিলেন। শামীম ফিরে এসেছে শুনে ৪-৫ মাস আগে একদিন আমি শামীমের বাসায় গিয়েছিলাম। কিন্তু তখনও শামীমের এসব ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমি জানতাম না। গত ১৬ মে আমার গ্রামের আঁখি নামের একটা ছেলে মারা যায়। আমি ছেলেটার জানাজায় অংশগ্রহণ করার পর দেখি দাফন করতে দেরি হচ্ছে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর কয়েকজন বলল, আপনি বাসায় যান, আমরা দেখছি। আমি বাড়ি ফিরে গেলাম। পরের দিন সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখলাম নেচে-গেয়ে ঢোল-ডগর বাজিয়ে লাশ দাফন করছে শামীম ও তার লোকজন। বিষয়টি দেখেই আমি দুজন প্রতিনিধিকে শামীমের বাসায় পাঠায় কেন সে এ ধরনের ইসলামবিরোধী জঘন্য কর্মকাণ্ড করেছে। শামীম আমার দুই প্রতিনিধিকে বলেছে, সে যেটা করছে সেটাই নাকি সঠিক। তার কাছে এর প্রমাণ রয়েছে। আমরা যেটা করি সেটাই নাকি বেঠিক। ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। আমরা তার এসব ইসলামবিরোধী কর্মকান্ডের ঘৃণা এবং তীব্র নিন্দা জানাই।’

জানতে চাইলে দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শারমিন আক্তার বলেন, ‘শামীমের ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড জানার পর আমরা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাকে সর্তক করে দিয়েছি। এ ব্যাপারে কেউ তার বিরুদ্ধে লিখিত কোনো অভিযোগ করেনি। লিখিত অভিযোগ পেলে এ বিষয়ে আমাদের পক্ষে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সুবিধা হবে।’

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা বলেন, শামীমের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে কেউ কোনো লিখিত অভিযোগ করেনি। লিখিত অভিযোগ পেলে অবশ্যই তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরের বারাদীতে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ২

বেপরোয়া গতিতে মোটরসাইকেল চালনা কালীন সময়ে সড়ক দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন ২ জন মোটরসাইকেল চালক।

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী বাজারের বিএডিসি ফার্মগেট এলাকায় মোটরসাইকেলের মুখোমুখী সংঘর্ষে এ দু’জন আহত হন। গতকাল শুক্রবার রাত আনুমানিক ৯ টার দিকে বারাদী বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত মেহেরপুর সদরের কলাইডাঙ্গা গ্রামের ইমাদুল হকের ছেলে সোহাগ (২০)। সে পেশার একজন মোটরসাইকেল মেকানিক। আহত অপর জন চুয়াডাঙ্গার ভিজে স্কুল পাড়ার নুরুল হকের ছেলে জুয়েল রানা (২১)।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান চুয়াডাঙ্গা থেকে ছেড়ে আসা দ্রুত ও বেপরোয়া গতিতে মোটরসাইকেল চালিয়ে মেহেরপুর অভিমুখে যাচ্ছিল জুয়েল রানা। অপরদিকে সোহাগ অন্যের একটি মোটরসাইকেল নিয়ে ফুল কিনতে বের হয়ে ফার্মগেট এলাকায় পৌছুলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেলের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে সোহাগ।

এবং যখম হয় জুয়েল। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়। মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম ঘটনাস্থল থেকে তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। খবর পেয়ে বারাদী পুলিশ ক্যাম্পের টুআইসি এএসআই কামরুজ্জামান ঘটনাস্থল থেকে মোটরসাইকেল দুটি উদ্ধার করে ক্যাম্প হেফাজতে নেন।

আলমডাঙ্গায় মুক্তামালা হত্যা মামলা তুলে নিতে হুমকি, সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গার এরশাদপুর পান্টু হুজুরের দরবারে গৃহবধু মুক্তামালা হত্যা মামলা তুলে নিতে হুমকি ধামকি প্রদানের অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভূগী পিতা আব্দুর রশিদ। গতকাল শুক্রবার বিকেলে আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবে উপস্থিত হয়ে লিখিত এ সংবাদ সম্মেলন করেন। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলো নিহত গৃহবধুর মুক্তা মালার ১১ বছরের শিশু কন্যা।

নিহত মুক্তা মালার পিতা আব্দুর রশিদ এ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে জানান, কয়েক বছর আগে আলমডাঙ্গার এরশাদপুর গ্রামের পান্টু হুজুরের আস্তানায় তার মেয়ে মুক্তামালাকে সাথে নিয়ে আব্দুর রশিদ চিকিৎসা হতে গিয়েছিলেন।

পরবর্তিতে মুক্তামালার সাথে ওই আস্তানায় বসবাসকারী ইছাহক আলীর ছেলে জহুরুল ইসলামের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মুক্তামালার প্রথম বিয়ের সুবাদে ১ কন্যা সন্তান থাকা সত্বেও জহুরুল ইসলাম তাকে বিয়ে করে।

প্রায় ৭ মাস আগে তাদের বিয়ে হয়। বিয়ের পর বউকে নিয়ে স্বামী জহুরুল তার ভক্ত গুরু পান্টু হুজুরের আস্তানায় বসবাস শুরু করে। জহুরুল ইসলামের বাবা-মাও ওই আস্তানায় বসবাস শুরু করে। সকলেই হুজুরের খাদেম। বিয়ের পর থেকেই মুক্তামালাকে তার শাশুড়ি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। এ নিয়ে অশান্তি ছিল। তারা আস্তানার অভ্যন্তরে মুক্তামালাকে বদ্ধ ঘরে আটকে রেখে নির্যাতন করতো।

হত্যাকান্ডের আগের রাতে মুক্তামালার বাবা আব্দুর রশিদ মোবাইলফোনে তার মেয়েকে বাড়ি বেড়াতে যেতে বলেন। মুক্তামালা যাবার জন্য হুজুরের অনুমতি নিয়েছিল। কথা ছিল সকালে আস্তানার ভ্যান মুক্তামালা ও তার শিশুকন্যাকে রেখে আসবে।

তবে, সকালে নয়, দুপুরের দিকে বাপের বাড়ি আস্তানার নিজস্ব ভ্যানে মুক্তামালার লাশ পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কাউকে কিছু না বলে মাটি দিয়ে দিতে।

প্রথমে আব্দুর রশিদ কি করবেন তা বুঝে উঠতে পারেন নি। তবে আত্মীয়দের পরামর্শে পরবর্তিতে মেয়ের লাশ নিয়ে আলমডাঙ্গা থানায় উপস্থিত হন। বাদি হয়ে লিখিত অভিযোগ করেন। আসামি করেন জামাই জহুরুল, জামাইয়ের মা-বাবা, ভাই ও পান্টু হুজুরকে।

এ মামলা দায়েরের পর থেকে পান্টু হুজুরের লোকজন মামলা তুলে নিতে নানাভাবে আব্দুর রশিদ ও তার আত্মীয়স্বজনের উপর চাপ সৃষ্টি করছে, হুমকি ধামকি দিচ্ছে।

এদিকে, সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত নিহত মুক্তামালার শিশুকন্যা মিশকাতুল জানায়, ঘটনার দিন সকালে মায়ের সাথে নানাবাড়ি যাবে তাই তাকে মা মুক্তামালা খাওয়ায়ে দিচ্ছিল। সে সময় তার মাকে পান্টু হুজুর নিজ রুমে ডাকে। মায়ের সাথে মিশকাতুলও গিয়েছিল। হুজুর

মিশকাতুলকে অন্য আরেকটি ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিল ছারপোকা মারতে। তার আনুমানিক ১৫ মিনিট পর সকলে বলাবলি শুরু করে মুক্তামালা মারা গেছে, মুক্তামালা মারা গেছে।

মিশকাতুল গিয়ে মাকে ডেকেও আর সাড়া পায়নি। মায়ের আংটি পড়ে ছিল হুজুরের চেয়ারের উপর। পরে লাশ পাঠিয়ে দিলেও শোকাতুর শিশুকন্যাকে মায়ের লাশের সাথে যেতে যেতে দেওয়া হয়নি। আটকে রাখা হয়।
এ বিষয়টি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

মিনি প্রীতি ফুটবল ম্যাচে ১-০ গোলে স্বাগতিক বাবলাতলা একাদশ পরাজিত

মেহেরপুর বাবলাতলা একাদশের উদ্যোগে মিনি প্রীতি ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল শুক্রবার বিকালে সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত স্বাগতিক বাবলাতলা একাদশ ও রেড সক্সের মধ্যকার খেলায় রেড সক্স ১-০ গোলে জয়লাভ করে।
নির্ধারিত সময়ে খেলাটি গোল শূন্যভাবে শেষ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ট্রাইবেকারের মাধ্যমে খেলার নিষ্পত্তি ঘটানো হয়। খেলায় রেড সক্স একাদশের পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন আকাশ। রেড সক্স ট্রাইবেকারে ১-০ গোলে স্বাগতিক বাবলাতলা কে পরাজিত করে।
খেলায় বাবলাতলা একাদশে রফিক, সঞ্জু, মিলন, মিন্টু, হৃদয়, রোমেল, বাবলু, অংকন, সেলিম, আকিব এবং মিজান। রেড সক্স একাদশে আকাশ, বিক্রম, জিম, নন্দ, সাইফুল, শুভ, জিকো, বাঁধন, জীবন এবং মনা অংশগ্রহণ করেন।

চুয়াডাঙ্গায় শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী পালনে প্রস্তুতি সভা

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪০ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় চুয়াডাঙ্গা রজব আলী সুপার মার্কেটে অবস্থিত জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়।
চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও পৌর নির্বাচনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মোঃ সিরাজুল ইসলাম মনির সভাপতিত্বে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর ৪০ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে প্রস্তুতি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী শরীফুজ্জামান শরীফ।

আগামী ৩০ শে মে রবিবার শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে জেলা বিএনপি। বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস জনিত কারণে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকাল ১১ টায় আলোচনা সভা, বাদ যোহর দোয়া মাহাফিল অনুষ্ঠিত হবে।

শাহাদাৎ বার্ষিকী প্রস্তুতি সভায় আরো বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আবু বক্র সিদ্দিক আবু, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মাহমুদুল হাসান পল্টু, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক প্রচার সম্পাদক মোঃ আলাউদ্দিন, জেলা সেচ্ছসেবক দলের সভাপতি শফিউল ইসলাম পিটু, সহ-সভাপতি হাফিজুল ইসলাম মুক্ত, পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, জেলা জাসাস এর সাধারণ সম্পাদক মোঃ সেলিমুল হাবিব সেলিম, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ মোঃ রাজিব খান, যুগ্ন সম্পাদক আশরাফুল হক রুবেল, অর্থ সম্পাদক মোঃ মমিনুল রহমান মমিন, পৌর বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক ইয়াছিন হাসান কাকন, আলোকদিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ মিজানুর রহমান মিজান, জেলা যুবদলের সদস্য খাইরুল আলম, হাবিবুর রহমান হাপি, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক অপু মালিক, জেলা সেচ্ছাসেবক দলের সদস্য রুবেল হাসান, তুহিন ইসলামরাসেল আহমেদ, জেলা ছাত্রদলের সহ সভাপতি এইস,

এম, মস্তফা, মতিউর রাহমান মিশর, শাহাবুদ্দিন,আইন বিষয়ক সম্পাদক কাউছার, সদর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব মাহাবুব, পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক কৌশল আহমেদ রানা, সদস্য সচিব মেহেদী হাসান মেহেদী, রফিক, আসমানসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরে আরো ২ জনের করোনা শনাক্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ২ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, শুক্রবার কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ল্যাব থেকে আরও ২২ জনের সোয়াবের রিপোর্ট আসে। এর মধ্যে ৪ জনের পজিটিভ রিপোর্ট আসে। আক্রান্তদের মধ্যে গাংনী উপজেলার ১ জন ও অপর জন মুজিবনগর উপজেলার । এ নিয়ে জেলায় বর্তমানে আক্রান্তের সংখ্যা ৪৫ জন। এদের মধ্যে সদর উপজেলার ১২ জন, গাংনী উপজেলার ২৪ জন ও মুজিবনগর উপজেলার ৯ জন রয়েছে।। এর মধ্যে সুস্থ্য হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৮৫৫ জন এবং মুত্যুবরণ করেছেন সংখ্যা ২২ জন।

মেহেরপুরে প্রকাশ্য দিবালোকে দুঃসাহসিক চুরি

মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়ায় প্রকাশ্য দিবালোকে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরের দিকে বামন পাড়ার মোড় এলাকায় সোহাগ স্টোরে এই চুরির ঘটনা ঘটে। এসময় নগদ ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকাসহ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের সিগারেট নিয়ে যায় চোর।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, ঘটনার দিন দুপুরের দিকে সঙ্ঘবদ্ধ চোরের

দল দোকানের পিছনে টিনের চাল কেটে ভিতরে প্রবেশ করে। এ সময় ক্যাশ বাক্সে রাখা নগর ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা এবং ৫০ হাজার সিগারেট নিয়ে কেটে পড়ে।

বামন পাড়া গ্রামের সোহাগ স্টোরের স্বত্বাধিকার সোহাগ জানান, শুক্রবার বেলা ১ টার দিকে দোকান বন্ধ করে জুম্মার নামাজ পড়তে যায়। দুপুরে খাবার খেয়ে দোকান খুলে দেখি পিছনের দিকের টিন কাটা পরে দেখে ক্যাশবাক্স টাকা এবং সিগারেট নেই। খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

মেহেরপুর জেলার পুলিশ পরিদর্শক তাপস রায় চৌধুরীকে বিদায় সংবর্ধনা

মেহেরপুর জেলার পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ) তাপস রায় চৌধুরী এর এন্টি টেররিজম ইউনিট, ঢাকায় বদলী হওয়ায় মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে বিদায় সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।
গতকাল শুক্রবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয় এ বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।
বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। এসময় পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম সহ পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।